STUDY METERIAL

AECC 2

দেনাপাওনা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'দেনাপাওনা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলন করা হয়েছে। 'দেনাপাওনা' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকা লীন হিন্দু সমাজের পণপ্রথার কুৎসিত চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন পণপ্রথার জন্য কীভাবে নিরূপমা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এ গল্পটি যেন কুৎসিত পণপ্রথার একটি অনন্য দলিল। গল্পটির মূলবস্তু পণের টাকা। কন্যাদায়গ্রস্ত রামসুন্দর মিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা। সে পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা র জনক। তার আদরের মেয়ে নিরূপমাকে বনেদী কুলিন ঘরে বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগে। মেয়েকে মস্ত এক প্রতাপশালী রায়বাহাদুরের ঘরে একমাত্র ছেলের সাথে বিয়েও দেন। বিয়ের সময় বরপক্ষ দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী দাবি করে। কিন্তু কিছুমাত্র বিবেচনা না করেই রামসুন্দর বিয়েতে রাজি হন। বিয়ের সময় ধার্যকৃত পণের সম্পূর্ণ টা কা রামসুন্দর পরিশোধ করতে পারে নি। তার মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয় করে মাত্র তিন -চার হাজার টাকা সংগ্রহে সমর্থ হন। এদিকে বিবাহসভায় বরের বাপের হাতে টাকা না পেয়ে বরের বাবা বর সভাস্থ না করার হুমকি দেন। তখন রামসুন্দর বরের বাপের হাতে -পায়ে ধরেন। অবশেষে বিবাহের পরে বাকি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে বিয়ে হলেও রামসুন্দর তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। আর পণের টাকা বাকি থাকায় নিরূপমাকে শ্বশুরবাড়ির অমানসিক নির্যাতন সইতে হয়। নিরূপমাকে বাপের বাড়ি যেতে না দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আটকে রাখা হয়। এরপর বহুদিন যায় , নিরূপমা তাকে নিয়ে যেতে বাপের বাড়ি লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা মেলে না। অবশেষে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে রামসুন্দর একমাত্র বসতবাড়িটি বিক্রি করেন। পাঁচ ছেলে থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের কথা চিন্তা না করে বসতবাড়ি বিক্রি করে পণের বকেয়া টাকা নিয়ে রামসুন্দর মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু তার ছেলের অনুরো ধে এবং নিরূপমার নিষেধ মতো রামসুন্দর টাকা না দিয়ে

চলে যান। এদিকে নিরূপমার স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বিদেশ চলে যায়। আর শরীরের প্রতি অত্যন্ত অবহেলায় নিরূপমার কঠিন পীড়া হয়। এ পীড়াতেই নিরূপমা একদিন সকলের অলক্ষ্যে চলে যায়। নিরূপমার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ ব্যাধির কাহিনী।

মৃত্যুর পর মহা সমারোহে নিরূপমার শ্বশুর বাড়ির লোক তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। অবশেষে আমরা দেখতে পাই , বিশ হাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায় করার শর্তে আবার নিরূপমার স্বামীর জন্যে সম্বন্ধ দেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠা কুরের এ গল্পের কাহিনী আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং হৃদয় ব্যথিত করে তো লে। 'দেনাপাওনা' গল্পটিতে যৌতুক প্রথার মত একটি জঘন্য দিক আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে , আর এই সমাজের যারা যৌতুক গ্রহণ করে তাদের প্রতি একধরনের ঘৃণা জন্ম দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা :

রায়বাহাদুর-	ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব, রাজার মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি
তুমুল-	প্রবল, ঘোরতর, ভয়ানক
অনুরাগ-	আসক্তি, প্রীতি, সোহাগ, মমতা
হতোদ্যম-	নিরুদ্যম, উদ্যমহীন
প্রতিপত্তি-	সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব

খোঁটা-	গঞ্জনা, নিন্দা, দোষের প্রতি ইঙ্গিত
নিত্যক্রিয়া-	দৈনন্দিন কর্ম, প্রতিদিনের কাজ
আক্রোশ-	বিদ্বেষ, ক্রোধ
ঝংকার-	গুঞ্জন, বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ
দয়াপরতন্ত্র-	দয়ার্দ্র, দয়ারবশীভূত
আজগবি-	অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য
পঞ্জর-	পাঁজর, বুকের হাড়ের খাঁচা
সরোদনে-	কেঁদে কেঁদে
স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ-	আড়ালে অবস্থান করে অন্যের কথোপকথন শোনা
শরশয্যা-	মৃত্যুশয্যা; বন্দোবস্ত- ব্যবস্থা, আয়োজন।